বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

বিষয়: জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
লেভেল-১২, প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
www.bfsa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
www.bfsa.gov.bd

তারিখ: ৮ আশ্বিন ১৪২৭
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রচার-প্রচারণা কর্মপরিকল্পনা ।

সূচনা: মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্য অন্যতম। প্রতিটি দেশে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, বিপণনসহ সকল কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নীতিমালা আছে। এই নীতিমালাগুলো বাস্তবায়নের জন্য দরকার একটি যুগোপযোগী আইন। আইন প্রয়োগ বা তদারকী করার জন্য প্রয়োজন যথাযথ কর্তৃপক্ষ । ১৯৫৯ সনের Pure food ordinance দ্বারা খাদ্যের নিরাপদতা এদেশে দেখভাল করা হতো। বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় এখন খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপদতা ও পুষ্টির দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। তার গুরুত্ব দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর ১০ম জাতীয় সংসদে ৪৩তম আইন মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়। আইনটি ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ থেকে কার্যকর হয় এবং ফলে পূর্বের সকল আইন রহিত হয়। এই আইনের অধীনে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে রেগুলেটরী বডি হিসাবে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। নিরাপদ খাদ্য সকল মানুষের ইউনিক দাবী কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারন খুব কমই ওয়াকিবহাল। দেশের মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে জনসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব অসীম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিএফএসএ বছরব্যাপী প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তাছাড়াও প্রচার-প্রচারণা জোড়দার করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খাদ্য মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় ও বিএফএসএ এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনা আছে। নির্দেশনা অতিগুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে মুজিব বর্ষে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রচার-প্রচারণা আরও জোড়দার করার নিমিত্ত ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

টার্গেট গ্রুপ:

১। **প্রাইমারী টার্গেট গ্রুপ:** উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণনের সাথে সম্পৃক্ত খাদ্য ব্যবসায়ীগণ।

২। **সেকেন্ডারী টার্গেট গ্রুপ:** সাধারণ মানুষ যারা নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে কম অবহিত (ভোক্তা সাধারণ)।

৩। **টারশিয়ারী টার্গেট গ্রুপ:** খাদ্য বিজ্ঞানী, খাদ্যশিল্প, সিভিল সোসাইটি, মিডিয়া, কর্তৃপক্ষ ও অংশীজন।

উদ্দেশ্য:

১। নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;

২। নিরাপদ খাদ্য আইন ও প্রবিধানমালাসমূহ অবহিতকরণ;

৩। খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে নিরাপদতা সম্পর্কে অবহিতকরণ;

নিম্নের টেবিলে **টার্গেটসমূহ** বাস্তবায়নের জন্য কৌশলপত্র সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত হলো:

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ	টার্গেট গ্রুপ		
	ভোক্তা সাধারণ	সরকারি খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও স্টেকহোল্ডার	খাদ্য ব্যবসায়ীগণ
জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা	১। **সভা:** নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উপর সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত অংশীজনদের (খাদ্য ব্যবসায়ী, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকারী, খাদ্য মজুদকারী) সাথে অক্টোবর ২০২০ থেকে প্রতি মাসে ১টি করে নয়টি সভা করার পরিকল্পনা রাখা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীপেশার নেতৃবৃন্দের সাথে মোট পাঁচটি গোলটেবিল বৈঠক করার পরিকল্পনা আছে। ২। **র‍্যালি:** বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২১ এবং মুজিব বর্ষ সমাপ্তি ২০২১ এ মোট ২টি র‍্যালির পরিকল্পনা রাখা আছে। ৩। **টিভিসি:** প্রচার-প্রচারণার বিষয়বস্তু চিত্তাকর্ষ করার অন্যতম মাধ্যম হলো TVC. প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ১০টি TVC প্রস্তুত ও প্রচার করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি TVC ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রস্তুত ও ৬টি TV Channel এ মাসব্যাপী প্রচার এবং অন্য একটি TVC কোরবানি উপলক্ষে অর্ধমাস ৬টি TV Channel এ প্রচার করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আরও ২টি TVC প্রস্তুত করার উদ্যোগ হয়েছে। এছাড়াও ৫টি TVC তে Subtitle সংযোগকরণ এবং তা খাদ্য অধিদপ্তরের শব্দহীন মনিটর এ	১। **সেমিনার:** প্রচার-প্রচারণার জন্য সেমিনার এর ভুমিকা অনেক। সেমিনার এর মাধ্যমে একসাথে বেশি সংখ্যক অংশীজন কিংবা শ্রেণীপেশার মানুষের মতামত গ্রহণ কিংবা কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে মতামত শেয়ার করা যায়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৮ বিভাগীয় শহরে শ্রেণী পেশার মানুষের সমন্বয়ে মোট নয়টি সেমিনার করার পরিকল্পনা নেয়া হলো। ২। **কর্মশালা:** অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় করার অন্যতম মাধ্যম হলো কর্মশালা। কর্মশালায় প্রত্যেকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত ব্যক্ত করতে পারে। এ লক্ষে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৯টি কর্মশালা সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ২১টি কর্মশালা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮টি হাত ধোঁয়া কর্মসূচি সম্পাদন করা হয়েছে।	**১। ক্যারাভান শো:** ক্যারাভান শো এর মাধ্যমে উপজেলাসমূহে প্রচার-প্রচারণা জোড়দার করা হবে। এ ক্ষেত্রে মুজিব বর্ষের কর্মসূচির অংশহিসাবে ৫০ টি উপজেলায় ক্যারাভান Show প্রদর্শনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ২। **অ্যাম্বাসেডর:** প্রচার-প্রচারণা গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনেক দিনের। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিখ্যাত ক্রিকেটার (মাশরাফি)/কোন বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।। এতে প্রচার-প্রচারণা ব্রান্ডিং হয় যা স্যোশাল মিডিয়ায় ও প্রচার করা সম্ভব। এতে ভোক্তা সাধারণের নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিস্ট সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এই অর্থবছরে একজন অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ (প্রস্তাব: মাশরাফি) দেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। একই সাথে স্যোশাল মিডিয়া (Facebook, Youtube)

	প্রচারের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। Subtitle সহ TVC গুলো আরও ম্যাসেজ সংযুক্ত করে LED Ad. Board এ প্রচার করার পরিকল্পনা নেয়া আছে। ৪। **আঞ্চলিক গান:** সারাদেশ অঞ্চলভিত্তিক গান রচনা করে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৮ বিভাগের ৮টি গান তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পূর্বে প্রস্তুত একটি পটগান বিভিন্ন কর্মশালায় প্রদর্শন করা চলমান আছে। ৫। **ক্যারাভান শো:** ক্যারাভান শো এর মাধ্যমে উপজেলাসমূহে প্রচার-প্রচারণা জোড়দার করা হবে। এ ক্ষেত্রে মুজিব বর্ষের কর্মসূচির অংশহিসাবে ৫০ টি উপজেলায় ক্যারাবান Show প্রদর্শনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ৬। **অ্যাম্বাসেডর:** প্রচার-প্রচারণা গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনেক দিনের। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিখ্যাত ক্রিকেটার (মাশরাফি)/কোন বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।। এতে প্রচার-প্রচারণা ব্রান্ডিং হয় যা স্যোশাল মিডিয়ায় ও প্রচার করা সম্ভব। এতে ভোক্তা সাধারণের নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিস্ট সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এই অর্থবছরে একজন অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ (প্রস্তাব: মাশরাফি) দেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। একই সাথে স্যোশাল মিডিয়া (Facebook, Youtube) এ প্রচার ও লাইভ প্রশ্নোত্তর ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা আছে। ৭। শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কুইজ প্রতিযোগিতা পরিকল্পনা আছে ৮। রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে		এ প্রচার ও লাইভ প্রশ্নোত্তর ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা আছে। **৩। মোবাইল কোর্ট:** জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা চলমান আছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিএফএসএ এর ১২০ থেকে ১৬০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পরিকল্পনা আছে। এছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হবে। **৪। বাজার মনিটরিং/ খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন:** বিএফএসএ এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বাজার মনিটরিং/খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া জোড়দার করার জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১,০০০টি থেকে ১৫,০০০টি পর্যন্ত বাজার মনিটরিং ও খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

	সচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ৯। রান্নার প্রতিযোগিতা আয়োজনের দ্বারা মিডিয়া দর্শকদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে।		

কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন চলমান আছে। ইহা আরও জোড়দার করার পদক্ষেপ নেয়া গেলে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে আপামর জনসাধারণ, স্টেকহোল্ডার ও খাদ্য ব্যবসায়ীগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। বাস্তবায়ন হবে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মসূচি। যা মানুষকে খাদ্য বিষয়ে সচেতন করবে। যথাসময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মসূচিগুলির টাইম ফ্রেম এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

২৩/৭/২০২০
আবদুর রহমান (৮০৫২)
উপসচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৩/৭/২০২০
আব্দুল নাসের খান
সচিব
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৩/৭/২০২০
মোঃ রেজাউল করিম
সদস্য (খাদ্যভোগ ও ভোক্তা-অধিকার)
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

Annual Work Plan

ক্রমিক নং	প্রচারণার মাধ্যম	এপিএ টার্গেট	স্বল্প মেয়াদী						দীর্ঘ মেয়াদী						মোট
			জুলাই-২০২০	আগস্ট-২০২০	সেপ্টেম্বর-২০২০	অক্টোবর-২০২০	নভেম্বর-২০২০	ডিসেম্বর-২০২০	জানুয়ারি-২০২১	ফেব্রুয়ারি-২০২১	মার্চ-২০২১	এপ্রিল-২০২১	মে-২০২১	জুন-২০২১	
১.	সভা		-	-	-	১	১	১	১	১	১	১	১	১	৯টি
২.	গোল টেবিল		-	-	-	১	-	১	-	১	-	১	-	১	৫টি
৩.	র‍্যালি		-	-	-	-	-	-	-	১	১	-	-	-	২টি
৪.	সেমিনার		-	-	-	১	১	১	১	১	১	১	১	১	৯টি
৫.	কর্মশালা	২২টি	-	-	২	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	২৯ টি
৬.	টিভিসি প্রস্তুত		-	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-	১	২টি
৭.	টিভিসি প্রচার	১টি	১	-	-	-	৫	-	৫	১	৫	-	৫	৬	৭টা
৮.	গণবিজ্ঞপ্তি		১	-	-	১	১	১	১	১	১	১	১	১	৯টি
৯.	বাল্ক এসএমএস		১	-	-	১	-	১	-	১	১	-	-	১	৬টি
১০.	বেতার		১	-	-	১	-	১	-	১	১	-	-	১	৫টি

ক্রমিক নং	প্রচারণার মাধ্যম	এপিএ টার্গেট	স্বল্প মেয়াদী						দীর্ঘ মেয়াদী						মোট
			জুলাই-২০২০	আগস্ট-২০২০	সেপ্টেম্বর-২০২০	অক্টোবর-২০২০	নভেম্বর-২০২০	ডিসেম্বর-২০২০	জানুয়ারি-২০২১	ফেব্রুয়ারি-২০২১	মার্চ-২০২১	এপ্রিল-২০২১	মে-২০২১	জুন-২০২১	
১১.	আঞ্চলিক গান		-	-	-	-	১	১	১	১	১	১	১	১	৮টি
১২.	ইলেকট্রনিক অ্যাডবোর্ড		-	-	-	-	১	১	১	১	১	১	১	১	৮টি
১৩.	নিরাপদ খাদ্য দিবস		-	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-	১ বার
১৪.	ক্যারাবান সো		-	-	-	-	১০	১০	১০	১০	১০	-	-	-	৫০ উপজেলা +৫০ ফার্মেসি
১৫.	অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ (মাশরাফি)		-	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-	১ জন
১৬.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাত ধোঁয়া কর্মসূচি (৮ বিভাগ + ৬৪ জেলা + ৪৯২ উপজেলা + ১১ সিটি কর্পোরেশন)	১টি	-	-	-	-	-	-	-	৫	৫	৫	৫	-	কোভিড-১৯ পরবর্তী-২০টি
১৭.	মোবাইল ভ্যান ল্যাবরেটরি		-	-	-	-	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৪০ টি উপজেলা

ক্রমিক নং	প্রচারণার মাধ্যম	এপিএ টার্গেট	স্বল্প মেয়াদী						দীর্ঘ মেয়াদী						মোট
			জুলাই-২০২০	আগস্ট-২০২০	সেপ্টেম্বর-২০২০	অক্টোবর-২০২০	নভেম্বর-২০২০	ডিসেম্বর-২০২০	জানুয়ারি-২০২১	ফেব্রুয়ারি-২০২১	মার্চ-২০২১	এপ্রিল-২০২১	মে-২০২১	জুন-২০২১	
১৮.	মোবাইল কোর্ট	১৬০ টি	০২	০৬	০৭	২০	১৭	১৮	১৬	১৪	১৮	১৫	১৪	১৬	১২০-১৬০টি
১৯.	বাজার মনিটরিং ও খাদ্য স্থাপনা	১৫,০০০ টি	৩০০	৪০০	৬০০	১০০০	১১০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১৪০০	১১,০০০ থেকে ১৫,০০০ টি
২০.	স্যোশাল মিডিয়া (ফেসবুক ও ইউটিউব)														
২১.	কুইজ প্রতিযোগিতা									চূড়ান্ত					বছরে ১ বার
২২.	নিরাপদ খাদ্য রান্না প্রতিযোগিতা													চূড়ান্ত	বছরে ১ বার
২৩.	রচনা প্রতিযোগিতা									চূড়ান্ত	চূড়ান্ত				বছরে ২ বার